দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 JAN 1988
পৃষ্ঠা 1/2 কলাম

007

বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হোক

আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। ১৯৮২ সনের আগষ্ট মাসে আমার প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়। সেসন অনুযায়ী ১৯৮৬ সনের মধ্যেই কোর্স সমাপ্ত করে চাকরিজীবনে প্রবেশ করার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৮৭ সনও চলে গেল চাকরি জীবনতো দূরের কথা চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষাটাও দিতে পারিনি। কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঐদিকে সরকার তিন বছর যাবৎ চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রেখেছেন। ফলে অনেকেরই বয়স চলে গেছে, আবার অনেকেরই চাকরি বয়ঃসীমার শেষ প্রান্তে উপনীত। এই দুই বন্ধ এদেশের ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে কি অভিশাপ ডেকে আনছে, একবার কেউ ভেবে দেখেছেন কি? অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় গত সংসদ অধিবেশনেও এই সমস্যা নিয়ে কেউ মুখ খুলেনি। অথচ নিজেদের লাভ-লোকসান নিয়ে অধিবেশনে মাইকের তার ছেড়া পর্যন্ত হয়েছে।

কাজেই এমতাবস্থায় আমাদের আর কারো উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। নিজেরা সচেতন হয়ে অধিকার আদায় করে নিতে হবে। তাই আমি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নিকট অনুরোধ রাখছি, আপনারা সরকারের এই হটকারী সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে নিজেরা আলোচনা মাধ্যমে শীঘ্রই দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দিন তারিখ ঘোষণা করুন। এই ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসব। নিজেদের প্রকৃত অবস্থান ঠিক রেখেই কেবল আমরা রাজনীতিতে জড়াতে চাই। কারণ শাহ সাহেবদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের মূল্যবান জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারি না।

মোঃ মাহবুবুল আলম জাহাঙ্গীর,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।